

مختصر شرح ألفاظ الأذان (للجمعية)

আযানের শব্দাবলীর সংক্ষিপ্ত

ব্যাখ্যা

আযানের শব্দাবলীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তুর সেবা সম্পর্কিত সংস্থার একাডেমিক কমিটি

আযানের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তুর সেবা সম্পর্কিত সংস্থার একাডেমিক কমিটি

আযান হলো একটি রাব্বানী আহ্বান যা মুসলিমরা দিনে পাঁচবার শোনে, যা তাকে আল্লাহর মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং কল্যাণ ও সফলতার দিকে আহ্বান করে। এটি মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে যোগাযোগের মুহূর্ত, যেখানে সে দুনিয়ার কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার রবের উদ্দেশ্যে একান্তে দাঁড়ায়।

আযান উন্নত অর্থ বহন করে যা মহান আল্লাহর মহিমা বর্ণনা দিয়ে শুরু হয় এবং সালাতের দিকে আহ্বান দিয়ে শেষ হয়, যেখানে মুসলিম তার প্রশান্তি খুঁজে পায়।

আযানের শব্দাবলী:

আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার

আল্লাহ্ আকবার

মহিমান্বিত শব্দ 'আল্লাহ', যার অর্থ মাবুদ বা ইবাদাতপ্রাপ্তির হকদার। এটি মহান সৃষ্টিকর্তা রবের নাম, এবং সমস্ত ইলাহী নামসমূহ এর অনুগামী ও এর গুণবাচক। আল্লাহ হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়, যিনি জন্ম

দেননি এবং জন্মগ্রহণ করেননি। আর তিনিই আকাশমণ্ডলী ও যমীনের স্রষ্টা।

‘আল্লাহ্ আকবার’ বলার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস থেকে বড় এবং তাঁর মহিমা ও পূর্ণতার সাথে যা মানানসই নয়, এমন কিছু তাঁর প্রতি আরোপ থেকে তিনি মহান।

আল্লাহ্ আকবার.. এই বাক্যটি মুসলমানকে স্বরণ করিয়ে দেয় যে এই জীবনে এমন কিছু নেই যা তাকে তার স্রষ্টার থেকে ব্যস্ত রাখতে পারে, এবং মানুষের উচিত তার জীবন আল্লাহর ইচ্ছা ও শরিয়াহ অনুযায়ী পরিচালনা করা, নিজের ইচ্ছা ও কামনা অনুযায়ী নয়। সুতরাং আল্লাহ দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মহান।

‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’,

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।

‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’

এটিই হলো প্রথম সাক্ষ্য, যার অর্থ আল্লাহকে সবকিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক, মালিক এবং পরিচালনাকারী হিসেবে স্বীকার করা। তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যিনি ইবাদতের যোগ্য, অন্য কেউ নয়। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন সন্তান নেই, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই; তাই ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য

নিবেদন করা যাবে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দোয়া করা যাবে না।

এ সাক্ষ্যই হল সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য, এবং এটিই সকল ইলাহী রেসালাতের ঈমানের মূল। সকল নবী আলাইহিমুস সালাম, যেমন নূহ, ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তাদের জাতিকে 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই' এর স্বীকৃতি দিতে ও তা গ্রহণ করতে এবং তার প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন। এটাই সেই কালিমা যার জন্য আল্লাহ সৃষ্টজীবকে সৃষ্টি করেছেন, রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন তা প্রতিষ্ঠার জন্য, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন তা ব্যাখ্যা করার জন্য, এবং জান্নাতকে পুরস্কার হিসেবে নির্ধারণ করেছেন তাদের জন্য যারা তা অন্তর থেকে একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করেছে।

এই বাক্যের জন্যই মানুষদেরকে তাদের কবর থেকে উঠানো হবে এবং কিয়ামতের দিন হিসাব নেওয়া হবে। কাজেই যে ব্যক্তি এ বাক্যের উপর জীবন যাপন করেছে এবং এ বাক্য দ্বারা তার জীবন সমাপ্ত করেছে, সে মহা সাফল্য অর্জন করেছে। আর যে ব্যক্তি এ বাক্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা উচ্চারণ করেনি, সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকার হকদার হয়েছে।

“আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।”

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

“আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ”

এই সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, একজন মুসলিম সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন সকল ইলাহী বার্তার সমাপ্তি হিসেবে এবং মানুষের কাছে তাদের রবের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। মুসলিম ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর ইবাদত এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের কোনো পথ নেই; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া এবং তার অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত। আর আল্লাহর ইবাদত করতে হবে সেই শরী‘আত অনুযায়ী যা রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌঁছে দিয়েছেন।

তাছাড়া এই সাক্ষ্য আরো অন্তর্ভুক্ত করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন মানুষকে তাওহীদের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য, যেমনটি তার পূর্বে ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা আলাইহিমুস সালাম করেছিলেন। সুতরাং তিনি হলেন বিশ্বজগতের রবের রাসূল, তিনি সেই পথেই চলেছেন যেই পথে সকল নবী তাদের রবের বার্তা পৌঁছানোর জন্য চলেছেন, তবে তার পর আর কোন নবী নেই।

“হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সলাহ”,

অর্থ: এসো সালাতের দিকে, এসো সালাতের দিকে।

“হাইয়া আলাস সলাহ”

এই বাক্যের অর্থ হল, “হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদতের দিকে অগ্রসর হও; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু তিনি তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন।”

এটা মুমিনদের জন্য আহ্বান ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, তাদের রবের সামনে সালাতে দাঁড়ানোর সময় উপস্থিত হয়েছে।

“হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ”,

অর্থ: এসো কল্যাণের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে।

“হাইয়া আলাল ফালাহ”

কল্যাণের অর্থ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের সন্তুষ্টি, বিজয়, নিরাপত্তা ও মুক্তি।

তাছাড়া এর একটি অর্থ হলো: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি; কারণ যে ঈমান এনেছে এবং সালাত আদায় করেছে সে সফলকাম হয়েছে, আর যে সফলকাম হয়েছে সে মুক্তি পেয়েছে এবং জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়ার সফলতা পেয়েছে।

“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু”

অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই।

এভাবে তাকবীর ও তাওহীদ দ্বারা সমাপ্ত করা হয়।

আজানের সমাপ্তি হয় “আল্লাহু আকবার” বাক্যটি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এবং “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বাক্যটি

নিশ্চিত করার মাধ্যমে। এই দুটি বাক্য পূর্বোক্ত অর্থের পুনরায় নিশ্চিতকরণ এবং এগুলোর উপরই মানব অস্তিত্বের ভিত্তি। এই সত্য কখনো পরিবর্তিত হয় না, কখনো বদলায় না, যত সময়ই অতিক্রান্ত হোক না কেন, যতই ঘটনা ঘটুক না কেন। আর তা হলো, আল্লাহ সবকিছুর চেয়ে মহান, আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ (উপাস্য), এবং তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার হকদার। তিনি ছাড়া অন্য যে কোন কিছুর ইবাদত করা সম্পূর্ণ বাতিল।

পরিশেষে: আযান শুধুমাত্র সালাতের আহ্বান নয়, বরং এটি হলো কল্যাণ, বিজয় এবং সফলতার আহ্বান। এটি এমন একটি বার্তা যা প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে প্রতিধ্বনিত হয়; হৃদয়কে জাগ্রত করতে ও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে আল্লাহ অতি নিকটবর্তী।

তুমি তোমার অন্তরকে ঈমানের জন্য উন্মুক্ত কর এবং বল: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।” এর মাধ্যমে তুমি আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করবে, দুনিয়াতে সুখ এবং আখিরাতে নাজাত লাভ করবে, আর কিয়ামতের দিন মুমিনদের দলে পুনরুত্থিত হবে।

সূচিপত্র

আযানের শব্দাবলীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	2
আযানের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা	2

bn504v1.1 - 06/09/2026